IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

উনিশ শতকের ‘বটতলা’ সাহিত্যের অ্যাকাডেমিক চর্চা : অনুসন্ধান ও পর্যালোচনা

মিঠুন মণ্ডল, গবেষক, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।

সারসংক্ষেপ : উনিশ শতকে বঙ্গদেশে নবজাগরণ ঘটে। নবজাগরণের ফলে শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি প্রকৃতি সকল ক্ষেত্রে বিপ্লব আসে। বাংলা সাহিত্যে আধুনিক যুগের সূচনা ঘটে। ছাপাখানার বিস্তারের ফলে দেশীয় ব্যবসায়ীগণ বই ছাপানো ও বই ব্যবসায় মনোযোগ দেন। এইভাবে উনিশ শতকে উত্তর কলকাতার শোভাবাজারের বালাখানা অঞ্চলের বটতলাকে ঘিরে মুদ্রণ শিল্পের বিস্তার ঘটে। যা ‘বটতলা সাহিত্য’ নামে পরিচিত লাভ করে। ১৯৪৭ সালে ‘বিশ্বভারতী’ পত্রিকায় সুকুমার সেন বটতলা বিষয়ে প্রথম অ্যাকাডেমিক চর্চা শুরু করেন। ক্রমে ক্রমে বিনয় ঘোষ, শ্রীপান্থ, সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, সুভদ্রকুমার সেন, গৌতম ভদ্র, জীবনানন্দ চট্টোপাধ্যায়, অদ্রীশ বিশ্বাস, অনিল আচার্য, অর্ণব সাহা প্রমুখেরা বটতলার মুদ্রণ ও প্রকাশনা নিয়ে চর্চা শুরু করেন।

সূচক শব্দ : নবজাগরণ, ছাপাখানা, গদ্যরীতি, কুলীন সংস্কৃতি, লৌকিক বা জনপ্রিয় সংস্কৃতি, বটতলা সাহিত্য, বটতলা সাহিত্যের চর্চা।

বাংলা ও বাঙালির কাছে উনিশ শতক বিভিন্ন দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ ও স্মরণীয়। উনিশ শতকের শুরুতে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মুঘল রাজশক্তির বিলুপ্তি ঘটে। কিন্তু তখনও নতুন ইংরেজ-শক্তি ভালোভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সমস্ত দেশ জুড়ে চরম অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকেই ইউরোপীয় বণিক সম্প্রদায় এদেশে আসতে শুরু করে। তারা তাদের বিচিত্র বেশভূষা, যুদ্ধবিদ্যা, ভাষা ও জীবনযাপনের অদ্ভুত প্রণালী বাংলাদেশের মানুষদের কাছে হাজির করে। ঐ-সমস্ত কিছু দেখতে দেখতে বাংলার মানুষেরাও একটু একটু প্রভাবিত হতে থাকলো। ঐ-সকল বণিক গোষ্ঠীর দ্বারাই কলকাতা ধীরে ধীরে পরিণত হলো আধুনিক বৈশ্যনগরীতে। বণিকদের সঙ্গে সঙ্গে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে খ্রিস্টান মিশনারীরাও এদেশে ভীড় জমাতে শুরু করলো। খ্রিস্টধর্ম প্রচারের জন্য ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত শ্রীরামপুরের ব্যাপটিস্ট মিশন সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলো। তারা ছাপাখানা স্থাপনের মধ্য দিয়ে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের পবিত্র গ্রন্থগুলোর বাংলা ভাষায় অনুবাদের মধ্য দিয়ে প্রচার ও নিন্দা করে। শুধু তাই নয়, বাইবেলের প্রশংসায় তারা তৎপর হয়ে উঠে। এই রকম পরিস্থিতিতে বাংলা তথা ভারতে এলো নবজাগরণ বা রেনেসাঁস। নবজাগরণের ফলে উনিশ শতকে বঙ্গদেশের পরিবার, সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্ম, সাহিত্য, ইতিহাস, শিক্ষা, অর্থনীতি, বিজ্ঞানচর্চা প্রভৃতি সব কিছুতেই আধুনিক যুক্তিবাদী মননিষ্ঠ চিন্তা ভাবনার নবায়ন ও প্রকরণ বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়।

আমাদের বিচার্য বিষয় বাংলা সাহিত্য। এই নবজাগরণ বা রেনেসাঁসের প্রভাবে বাংলা সাহিত্যে এক নবযুগের সূচনা ঘটলো। অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে বাংলা সাহিত্যে আধুনিক যুগের সূচনা হলো। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই বাংলা সাহিত্য গতানুগতিকতার ধারা পরিবর্তন করতে শুরু করে। একই সঙ্গে সাহিত্যের অপূর্ণতা সম্পর্কেও তাদের মনে বোধ জন্মায়। ফলে ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুর থেকে গদ্য পাঠ্যপুস্তক ও পত্র-পত্রিকার রচনার প্রচলন শুরু হয়। পদ্যেই পৃথিবীর প্রায় সব দেশের সাহিত্যের সূত্রপাত হয়েছে। গদ্যরীতির প্রচলন অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালের। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন 'চর্যাগীতি' থেকে শুরু করে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় লেখা যাবতীয় সাহিত্য পদ্যে রচিত।

গদ্যরীতিকে অবলম্বন করে সাহিত্যের আঙ্গিক জগতে এলো প্লাবন। একে একে সৃষ্টি হতে থাকলো উপন্যাস, ছোটোগল্প, নাটক, প্রবন্ধ, গদ্যধর্মী আখ্যান, সাহিত্যিক মহাকাব্য প্রভৃতি। সাহিত্যের এতো সমৃদ্ধির পেছনে একদিকে যেমন ছিল গদ্যরীতি, ঠিক অন্যদিকে সম-গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে মুদ্রণ-শিল্প।

উনিশ শতকের প্রথম পাদে মুদ্রণ-যন্ত্রে বই ছাপিয়ে বিক্রি করার ধারণা একদল ব্যবসায়ীর মাথায় আসে। তারা উত্তর কলকাতার শোভাবাজারের চিৎপুর রোড সংলগ্ন অঞ্চলে মুদ্রণ-শিল্পের সূচনা করে। শোভাবাজারের বালাখানা অঞ্চলের বটতলাকে তারা তাদের প্রাপ্তিস্থান হিসাবে নির্দেশ দিতো। সেই থেকে তাদের প্রকাশনায় প্রকাশিত গ্রন্থগুলি বটতলার বই ও পরবর্তীকালে 'বটতলা সাহিত্য' নামে পরিচিতি লাভ করে। এই প্রসঙ্গে সুকুমার সেন বলছেন, "শোভাবাজার বালাখানা অঞ্চলে একটি শানবাঁধানো বটগাছ ছিল, সেখানে আড্ডা দেওয়া হত, গানবাজনা হত, বিশ্রাম নেওয়া হত। আর বসত বইয়ের পসরা। অনুমান করা হয় এই বই ছিল ওই বটতলা অঞ্চলে ছাপাখানা বসানো বিশ্বনাথ দেবের ছাপাখানায় ছাপা। "[১]

কালক্রমে 'বটতলা' আকারে ও আয়তনে বাড়তে থাকলো। বটতলার এই বিস্তারের কথাকে মাথায় রেখে আমরা বটতলা সাহিত্যের একটা সংজ্ঞা মোটামুটি এইভাবে নির্মাণ করতে পারি — যে মুদ্রণ-সংস্কৃতি উত্তর কলকাতার চিৎপুর রোড সংলগ্ন অঞ্চলে উৎপন্ন হয়ে গোটা উনিশ শতক জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিলো শোভাবাজার, গরানহাটা, কুমোরটুলি, আহিরিটোলা, শিমলা, দর্জিপাড়া, শ্যামবাজার, বাগবাজার, টালাবাগান লেন, চোরবাগান, জোড়াবাগান, জোড়াসাঁকো, ঝামাপুকুর থেকে শিয়ালদহ, এমনকী ঢাকার পটুয়াটুলি হয়ে চকবাজারের কেতাবপট্টি পর্যন্ত, সেই মুদ্রণ-সংস্কৃতির পোশাকি নাম হলো 'বটতলা সাহিত্য'। খ্যাত থেকে অখ্যাত অসংখ্য পরিচিত, অপরিচিত লেখক এই বিশাল বড়ো লোকপ্রিয় সাহিত্যের ভাঁড়ার তৈরি করেছিলেন। যে কাউকে তাক লাগিয়ে দেবার মতো বিষয়-বৈচিত্র্য ছিলো বটতলার। [২]

উনিশ শতকের এই বিশাল লোকপ্রিয় সাহিত্যের বিষয়-আশ্রয় নিয়ে চর্চা কিন্তু সাম্প্রতিকই শুরু হয়েছে। ১৯৪৭ সালে 'বিশ্বভারতী' পত্রিকার সপ্তম বর্ষের প্রথম (জানুয়ারি-মার্চ) সংখ্যায় 'বটতলার বেসাতি' নামে বটতলা বিষয়ে প্রথম প্রবন্ধ লেখেন সুকুমার সেন। [৩] সেখানে কয়েক পৃষ্ঠার পরিসরে তিনি বটতলার একটা ধারণা দেন। মাঝখানে কেটে যায় সুদীর্ঘ বহু বছর। ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে আনন্দ পাবলিশার্স-এর অনুরোধে তিনি বাংলা মুদ্রণ শিল্পের দ্বিশত বৎসর স্মারক গ্রন্থের জন্য প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে। এই প্রবন্ধের কাজ করতে গিয়ে তিনি নতুন করে আবার বটতলার মুদ্রণ ও সাহিত্যের প্রতি বিশেষ আগ্রহ অনুভব করেন। ফলস্বরূপ লিখে ফেললেন 'বটতলার ছাপা ও ছবি' নামের বই। বই ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে আনন্দ পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত হয়। এই বইতে তিনি বটতলার সামগ্রিক ধারণা ব্যক্ত করেছেন। দেখিয়েছেন বটতলার বিস্তারের স্থানিক মানচিত্র। বটতলার অসংখ্য ছাপাখানার কথা তিনি এখানে বলেছেন। সর্বোপরি বটতলা প্রকাশনায় প্রকাশিত অনেক ছবি তিনি তাঁর এই গ্রন্থে তুলে ধরেছেন।

সুকুমার সেনের 'বটতলার বেসাতি' ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত হওয়ার পর বটতলার মুদ্রণ সংস্কৃতিকে নিয়ে যিনি সবিস্তারে আলোচনা করেছেন তিনি হলেন বিনয় ঘোষ। তাঁর 'কলকাতা কালচার' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে। এই গ্রন্থে তিনি বটতলার উত্থান, বটতলার বইয়ের বিষয়বস্তু, বটতলায় প্রকাশিত গ্রন্থের দাম, বটতলার বইয়ের বিপণন প্রভৃতি বিষয়ে একটা ধারণা দেন। তিনি বটতলার অশ্লীলতা নিয়েও কিছু আলোচনা করেছেন। এছাড়াও চারটি আলাদা আলাদা অধ্যায়ে যথাক্রমে 'বটতলার যাত্রাগান', 'বটতলার ছবি', 'বটতলার থিয়েটার',

'বটতলার কবি' বিষয়ে আলোচনা করেছেন। কালের নিরিখে সুকুমার সেন বটতলা নিয়ে প্রথমে চর্চা শুরু করলেও বিষয়-বৈচিত্র্যের দিক থেকে বিনয় ঘোষই বটতলার যথার্থ চর্চা শুরু করলেন — এমনটা বলাই যেতে পারে।

এই পথের আর একজন পথিক হলেন নিখিল সরকার ওরফে শ্রীপান্থ। তিনি 'বটতলা' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন ১৯৯৬ সালের আগস্ট মাসে। গ্রন্থটিতে তিনি বটতলার মুদ্রণ ও প্রকাশনা বিষয়ে অল্পবিস্তর আলোচনা করেছেন। গ্রন্থে তিনি প্রচুর পরিমাণে বটতলায় প্রকাশিত ছবি এবং বটতলা বইয়ের প্রচ্ছদ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু নতুন ভাবনায় নতুন দৃষ্টিকোণে যিনি বাঙালিকে বটতলা বিষয়ে আলোড়িত করলেন তিনি হলেন সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। আশির দশক জুড়ে প্রকাশিত নানা ইংরেজি ও বাংলা প্রবন্ধে কীভাবে জন-সংস্কৃতিকে দেখা উচিৎ, প্রান্তিক-অপরকে ব্যাখ্যা করা দরকার প্রভৃতি বহু আনালোচিত দিক তুলে এনে তিনি প্রবন্ধ লেখেন এবং বটতলা চর্চার ক্ষেত্রে একটা ধারণা ও ধারার সৃষ্টি করেন। ২০০৮ সালের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত তাঁর গ্রন্থ 'উনিশ শতকের কলকাতা ও সরস্বতীর ইতর সন্তান' গ্রন্থটি বটতলার মুদ্রণ সংস্কৃতিকে নিয়ে লেখা গ্রন্থগুলির মধ্যে অন্যতম।

বটতলা-চর্চার এই ধারাতে অনেকেই ক্রমে ক্রমে অংশগ্রহণ করেছেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন সুকুমার সেনের ছেলে সুভদ্রকুমার সেন। তিনি 'বটতলা সাহিত্য ও অন্যান্য প্রবন্ধ' নামের একটি গ্রন্থ ২০০৫ সালে প্রকাশ করেন। জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায় লেখেন 'বটতলার ভোরবেলা' নামক গ্রন্থ। এই ধারার অন্যতম আরেক বিখ্যাত ব্যক্তি হলেন গৌতম ভদ্র। তাঁর গ্রন্থটির নাম 'ন্যাড়া বটতলায় যায় ক'বার?'। গ্রন্থটি ২০১১ সালের জানুয়ারি মাসে 'ছাতিম বুকস' থেকে প্রকাশিত হয়। অদ্রিস বিশ্বাস ও অনিল আচার্যের সম্পাদনায় দুই খন্ডে 'বাঙালির বটতলা' নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই দুই খন্ডে বিভিন্ন লেখক বটতলার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। এই গ্রন্থে বটতলার বাজার বিষয়ে আলোচনা করেছেন অনিন্দিতা ঘোষ এবং আশীষ খাস্তগীর, বটতলার ঠিকঠিকানা নিয়ে আলোচনা করেছেন জীবনানন্দ চট্টোপাধ্যায়, বটতলার ছবি নিয়ে আলোচনা করেছেন শুভেন্দু দাশমুন্সী, বটতলার পঞ্জিকা নিয়ে আলোচনা করেছেন নিলয় সাহা, বটতলার আদিরসাত্মক বইগুলি নিয়ে আলোচনা করেছেন অর্ণব সাহা, এছাড়া নানা প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করেছেন স্বপন বসু, চন্ডিকাপ্রসাদ ঘোষাল, নির্মল বন্দ্যোপাধ্যায়, কৌস্তবমণি সেনগুপ্ত, হার্দিকব্রত বিশ্বাস, অভিজিৎ গুপ্ত প্রমুখ।

সাম্প্রতিক সময়ে বটতলাকে নিয়ে নিরন্তর যারা চর্চা করে চলেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন অর্ণব সাহা। তিনি বটতলা বিষয়ক বেশ অনেকগুলি গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। যেমন 'ঠিকানা বটতলা', 'বাঙালির যৌনচর্চা বটতলা থেকে হলুদ বই', 'বাবু বিবি সম্বাদ', 'উত্তরে থেকো যৌন ও অন্যান্য লেখা', 'উনিশ শতক আধুনিকতার পালাবদল', 'উনিশ শতক বাঙালি মেয়ের যৌনতা' প্রভৃতি। তাঁর বইগুলো পাঠের ফলে আমরা এটা বলতে পারি যে তিনি প্রধানত বটতলার আদিরসাত্মক গ্রন্থগুলোকে নিয়েই বেশি চর্চা করেছেন।

এই প্রসঙ্গে বটতলা-চর্চার আর একটি দিকের কথা আমাদের উল্লেখ করতে হবে। বটতলায় প্রকাশিত বহু গ্রন্থ এখন আর পাওয়া সম্ভব নয়। কারণ আইনের ভয়ে প্রকাশকেরাই প্রচুর পরিমাণে গ্রন্থ পুড়িয়ে ফেলেছেন। তাছাড়া অবহেলার কারণে বহু গ্রন্থ নষ্ট হয়ে গেছে। তবে এখনো পুরনো কিছু গ্রন্থাগারে জীর্ণ অবস্থায় বটতলায় ছাপা কিছু বই পড়ে রয়েছে। আধুনিক পাঠক সমাজের হাতে ওই গ্রন্থগুলিকে তুলে দেওয়ার লক্ষ্যে অনেক গবেষক-পন্ডিত ওই গ্রন্থগুলোকে পুর্নমুদ্রণ করেছেন। সেরকমই অর্ণব সাহা তিন খন্ডে 'দুষ্প্রাপ্য বাংলা সাহিত্য' নামে বটতলার বইয়ের পুর্নমুদ্রণ করেন। পুর্নমুদ্রণের কাজে এগিয়ে এসেছেন কাঞ্চন বসু। তিনি 'দুষ্প্রাপ্য সাহিত্য সংগ্রহ' নামে তিন খন্ড প্রকাশ করেন। হার্দিকব্রত বিশ্বাসের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'প্রহসনে কলিকালির বঙ্গমহিলা'। অলোক দাসের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'উনিশ শতকের নির্বাচিত প্রহসন' নামক গ্রন্থ। অদ্রীশ বিশ্বাস দুই খন্ডে 'বটতলার বই' নামক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। 'বেশ্যাপাড়ার পাঁচটি দুর্লভ সংগ্রহ' নামক গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন মৌ ভট্টাচার্য। ইনাদের এই অক্লান্ত পরিশ্রমে আমাদের মতো সাধারণ আগ্রহী পাঠক বটতলায় প্রকাশিত গ্রন্থের স্বাদ খুব সহজে আস্বাদন করতে পারছি। এইভাবে বটতলা-চর্চা নিরন্তর হচ্ছে। আশা রাখবো ভবিষ্যতে বটতলার অনালোচিত দিকগুলোতে পন্ডিত মহল দৃষ্টিপাত করবেন।

:: তথ্যসূত্র ::

১. ‘বটতলার ছাপা ও ছবি’ — সুকুমার সেন, আনন্দ, কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ : ডিসেম্বর ২০১৫, পৃ-৫৩।
২. ‘ঠিকানা বটতলা’ — অর্ণব সাহা, সপ্তর্ষি প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০১৬, পৃ-১২৩।
৩. প্রাগুক্ত, সুকুমার সেন, পৃ-৭।